দৈনন্দিন বিভিন্ন সালাতের ফজিলত ও কতিপয় বিশেষ দোয়া

(Benefits Of Different Daily Prayers And Some Special Invocations)

ডঃ মোঃ আব্দুল কাদের

প্রাক্তন প্রফেসর ও পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব মেরিন সাইন্সেস এন্ড ফিশারিজ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

মোবাইল ৮৮০১৫৫৪৩২৫৫০৯

ভূমিকা

বিগত প্রায় চল্লিশ পয়তাল্লিশ বছর ধরে কোরআনের বিভিন্ন অনুবাদ ও তফসির পড়ার সময় এবং পরে আমি নিজে কোরআন (অপ্রকাশিত) অনুবাদ করার সময় এবং সাথে সাথে সকল ছিহা সিত্তাহ হাদিস গ্রন্থসমূহ ও মেশকাত শরীফ পঠন ও শিক্ষাকালে অনেক ফজিলতপূর্ণ দোয়া দরূদ দেখতে পাই । এসকল দোয়া দরূদ আমি লিখে রাখি ও আমল করতে থাকি। ভবিষ্যতে বার্ধক্যে হয়ত এগুলি স্মরণ থাকবে না এবং আমল করতে পারব না ; তাই আমি এগুলো টাইপ করে রাখার সিদ্ধান্ত নেই। পরে ভাবলাম এগুলো দিয়ে একটি ছোট্ট বই বের করব । অভিজ্ঞ আলেম-ওলামাগণের দ্বারা লিখিত দোয়া দরূদের উপর অনেক ভাল ভাল বইপুস্তক বাজারে পাওয়া যায় । ছাপাতে পারলে হয়ত আমার সংগৃহীত এসকল দোয়া-দরূদও অনেকে পাঠ করতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। এসকল দোয়া দরূদ আমল করে আমি ব্যক্তিগত জীবনে যে উপকার পেয়েছি তা যাতে অন্যান্য মুসলমান ভাইবোনেরা পেতে পারেন সেজন্য আমি এগুলো অন লাইনে দিয়ে দেয়ার চিন্তা করি। এসকল দোয়া দরূদ আমল করে দেশে বিদেশে যদি কোন ভাইবোন উপকৃত হন তবে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করব। এ কাজে সহায়তা করার জন্য এবং লেখাটি এক নজর দেখে দেয়ার জন্য আমি চট্টগ্রামের কসমোপলিটান মসজিদের বর্তমান ঈমাম এবং কসমোপলিটান দারুল আরকাম মাদ্রাসার শিক্ষক হাফেজ মোহাদ্দেস মৌলানা এহসানুল হক সাহেবের কাছে এবং একই মসজিদের মোয়াজ্জিন ও একই মাদ্রাসার শিক্ষক মৌলানা হাফেজ বেলাল উদ্দীন সাহেবের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

কম্পিউটারের কাজে স্বীয় প্রথম পুত্র মোঃ তালহা বিন কাদের এম. এস. সি., এম. বি. এ., ডিপুটি ম্যানেজার, ইয়ংওয়ান কর্পোরেশেন লিঃ বাংলাদেশ, সবসময় সর্বপ্রকারে সাহায্য-সহযোগীতা করার জন্য আমি তার কাছেও সবিশেষ কৃতজ্ঞ। সর্বোপরি সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা সেই মহান আল্লাহর জন্য যার রহমত ছাড়া আমার মত নগণ্য লোকের পক্ষে এ কাজ করা কখনই সম্ভব হত না।

বিনীত

17/5/2021

ডঃ মোঃ আব্দুল কাদের

প্রাক্তন প্রফেসর ও পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব মেরিন সাইন্সেস এন্ড ফিশারিজ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

মোবাইল ৮৮০১৫৫৪৩২৫৫০৯

দৈনন্দিন বিভিন্ন সালাতের ফজিলত ও কতিপয় বিশেষ দোয়া

(Benefits Of Different Daily Prayers And Some Special Invocations)

পবিত্র কিংবা অপবিত্র অবস্থায়, সালাতের শুরুতে, সালাতের মধ্যে কিংবা সালাতের শেষে কিংবা যে কোনও সময় দোয়া করা যায় ; তবে কোন সময় কোন অবস্থায় কিসের মাধ্যমে দোয়া করা উত্তম আল্লাহ তা'আলা নিম্ন আয়াতের মাধ্যমে তা বান্দাকে শিক্ষা দিচ্ছেন -

﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴾

(২ ঃ ১৫৩)। এ আয়াতের অর্থ - হে বিশ্বাসীগণ ! তোমরা সাহায্য চাও ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলগণের সাথে রয়েছেন। ব্যখ্যা হিসাবে বলা হয় যে, আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে তার জন্য তাড়াহুড়া করা যাবে না। কারণ প্রার্থীর প্রার্থনা কখন কবুল করলে তার জন্য মঙ্গল হবে তা একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। যথাসময়ে তিনি তা কবুল করতে পারেন অথবা প্রার্থীর মঙ্গলের জন্য তা দেরিতে কবুল করতে পারেন অথবা দুনিয়াতে কবুল নাও করতে পারেন, তবে তার জন্য ভাল হলে পরকালে তা তাকে দান করবেন। সকল ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই ধৈর্য ধরতে হবে। কারণ আল্লাহ সর্বদা ধৈর্যশীলগণের সাথেই থাকেন।

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সাঃ) বলেন, দোয়া হল ইবাদতের মূল বা সার (আত্তিরমিযী)। নোমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সাঃ) বলেন, দোয়াই হল ইবাদত। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন (যার অর্থ)ঃ "এবং তোমাদের প্রভু বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। কেননা যে সমস্ত লোক আমার ইবাদত থেকে অহংকার করে (বিরত থাকে), অচিরেই তারা লাঞ্ছনার সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে" (৪০ ঃ ৬০) (আত্তিরমিযী)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট চায় না আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হন (আত্তিরমিযী)।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কোনও কাজের শুরুতে, মাঝে এবং শেষে অথবা শুরুতে ও শেষে অথবা শুধু শুরুতে বিভিন্ন ধরনের বহু দোয়া পাঠ করেছেন। এগুলো মাসনুন (সুন্নতসম্মত) দোয়া নামে প্রসিদ্ধ। আমি এখানে নামাজের শুরুতে, মাঝে এবং শেষে তিনি যেসকল দোয়া পাঠ করেছেন কেবল সেসকল দোয়া নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

পাঠকের জানার জন্য কতিপয় প্রয়োজনীয় শব্দার্থ নিম্নে দেয়া হল ঃ

"صَلَاة" অর্থ - নামাজ, প্রার্থনা, দোয়া, দরূদ, রহমত ইত্যাদি।

"فَضِيْلَة" অর্থ -ফজিলত, মর্যাদা, গুণ, শ্রেষ্ঠত্ব, মাননীয় ইত্যাদি।

"دُعَاء" অর্থ - দোয়া, ডাকা, আহ্বান করা, নিমন্ত্রণ করা ইত্যাদি।

"مُنَاجَاة" অর্থ- গোপন কথা, নিভৃত আলাপ, মোনাজাত ইত্যাদি।

তিনি নামাজের শেষে প্রধানতঃ যেসকল আরবী দোয়া পাঠ করেছেন সেগুলো হল ঃ

(১) اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِاَنِّى اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ ۚ اَلَّذِى لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْ ۙ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۞

অর্থ - হে আল্লাহ ! নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে (এ বলে) চাচ্ছি, " নিশ্চয়ই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনিই আল্লাহ, আপনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আপনি এক, অমুখাপেক্ষী, আপনি কাউকে জন্ম দেন নাই, আপনাকেও কেউ জন্ম দেয় নাই এবং আপনার সমকক্ষ কেউ নেই ।" (আত্তিরমিযী, আবুদাউদ)।

ফজিলত ঃ রাসুল (সাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম ! যে ব্যক্তি এ দোয়া পড়ে দোয়া করে তার দোয়া কবুল হয়।

(২)- ﴿ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾

অর্থ – হে আমাদের প্রভূ ! আপনি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে রক্ষা করুন- (২ঃ ২০১)।

(৩)- ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴾

অর্থ – হে আমাদের প্রভু ! আমরা নিজেরাই আমাদের উপর অত্যাচার করেছি । আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন ও আমাদের প্রতি রহম না করেন তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব- (৭ ঃ ২৩)।

(٤)- اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَ اَنَا عَبْدُكَ - وَ اَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ - اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ - وَ اَبُوْءُ بِذَنْبِىْ - فَاغْفِرْ لِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ۔

অর্থ – হে আল্লাহ ! আপনি আমার প্রভু ! আপনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন ও আমি আপনার বান্দা এবং আমি যত দূর পারি আপনার প্রতি আমার অঙ্গীকারে ও ওয়াদায় বিশ্বস্ত। আমি যেসব মন্দ কাজ করেছি তা হতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি আমার উপর যত আশীর্বাদ করেছেন তার জন্যে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং আমি যত পাপ করেছি তা আপনার নিকট স্বীকার করছি। অতএব, আমি আমার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়ার জন্য আপনার নিকট সবিনয় প্রার্থনা করছি, কারণ নিশ্চয়ই আপনি ব্যতীত অন্য কেহ পাপ ক্ষমা করতে পারে না [এটা সায়্যিদুল ইস্তাগফার (ক্ষমার জন্য উত্তম দোয়া) নামে পরিচিত; সহি আল- বোখারী]।

(٥)- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَ الْحُزْنِ - وَ الْعَجْزِ وَ الْكَسَلِ وَ الْبُخْلِ وَ الْجُبْنِ - وَ ضَلَعِ الدَّيْنِ - وَ غَلَبَةِ الرِّجَالِ ۔

অর্থ – হে আল্লাহ ! আমি দুঃখ ও শোক হতে, অক্ষমতা হতে, অলসতা হতে, কৃপণতা হতে, ভীরুতা হতে, ঋণের প্রাবল্য হতে এবং মানুষ (অর্থাৎ অন্যান্যদের) দ্বারা পরাভূত হওয়া হতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি - (বোখারী, আবু দাউদ)।

(٦)- ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَقْفَة وَاغْفِرْ لَنَا وَقْفَة وَارْحَمْنَا وَقْفَة اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴾

অর্থ – হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদেরকে দায়ী করবেন না যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি। হে আমাদের পালন কর্তা ! আমাদের উপর ভারী অথবা কঠিন কাজের বোঝা অর্পণ করবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের (বনী-ইসরাঈলদের) উপর অর্পণ করেছিলেন। হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদের দ্বারা এমন বোঝা বহন করাবেন না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করুন, আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন- (২ ঃ ২৮৬)

(৭)- ﴿ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا ﴾

অর্থ - হে আল্লাহ ! তাহাদের (আমার পিতামাতার) উপর রহমত বর্ষণ করুন যেমনি তারা আমাকে বাল্য অবস্থায় লালন-পালন করেছিলেন- (১৭ ঃ ২৪)

(৮)- ﴿ رَبِّ زِدْنِى عِلْمًا ﴾

অর্থ - হে আমার আল্লাহ ! আমাকে জ্ঞানে অগ্রগামী করুন (অর্থাৎ আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন) - (২০ ঃ ১১৪)।

(৯)- ﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَا اِمَمًا ﴾

অর্থ– হে আমাদের আল্লাহ ! আমাদেরকে এমন স্ত্রী , পুত্র, কন্যা দান করুন, যেন তাদের কারণে আমাদের চক্ষু শীতল হয় এবং আমাদেরকে মুত্তাক্বীনগণের ঈমাম বানান - (২৫ ঃ ৭৪)।

(১০)- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَ شَاهِدِيْنَا وَ غَائِبِنَا وَ صَغِيْرِنَا وَ كَبِيْرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَ اُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَ مَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ ۰

অর্থ – হে আল্লাহ ! ক্ষমা করুন আমাদের জীবিতকে, মৃতকে, উপস্থিতকে, অনুপস্থিতকে, ছোটকে, বড়কে, পুরুষকে ও স্ত্রীলোককে। হে আল্লাহ ! আমাদের মধ্যে যাকে জীবিত রেখেছেন তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখুন এবং আমাদের মধ্যে যাকে মৃত্যু দান করেছেন তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করুন- (আত্তিরমিযী)।

(১১)- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا وَ عِلْمًا نَفِعًا وَ عَمَلًا مُتَقَبَّلًا ۰

অর্থ - হে আল্লাহ ! নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে উত্তম রিযিক, উপকারী জ্ঞান এবং গৃহীত হবে এমন কর্ম কামনা করছি - (ইবনে মাযাহ ও অন্যান্যরা)।

(১২)- لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۰

অর্থ – আল্লাহ কর্ত্তৃক ব্যতীত অন্য (কারও) কোন সামর্থ্য বা ক্ষমতা নেই - (আত্তিরমিযী)।।

(১৩)- سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهِ ۰

অর্থ – আল্লাহর জন্যই গৌরব ও প্রশংসা তাঁরই জন্য - (সহি বোখারী)।

(١٤)- ﴿رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ ق صلے رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾

অর্থ – হে আমার প্রভু ! আমাকেও নামাজের বিশেষ পাবন্দ করুন এবং আমার বংশধরগণের মধ্যেও কতককে। হে আমার প্রভু ! আমার প্রার্থনা কবুল করুন - (১৪ ঃ ৪০)।

(١٥)- ﴿رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ﴾

অর্থ – হে আমাদের প্রভু ! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার পিতামাতাকেও এবং সমস্ত ঈমানদারদেরকেও, - বিচার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিবসে - (১৪ ঃ ৪১)।

(١٦)-﴿رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّ اجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا﴾

অর্থ – হে পালনকর্তা ! আমাকে দাখিল করুন সত্যরূপে এবং আমাকে বের করুন সত্যরূপে এবং দান করুন আমাকে আপনার নিজের কাছ থেকে রাস্ট্রীয় সাহায্য - (১৭ ঃ ৮০)।

(١٧)- اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ ۔

অর্থ – হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি দোযখের শাস্তি হতে, আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কবরের শাস্তি হতে, আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কানা দজ্জালের পরীক্ষা হতে এবং আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা হতে - (মুস্‌লিম)।

(١٨)- اَللّٰهُمَّ اَعِنِّى عَلٰى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ ۔

অর্থ – হে আল্লাহ ! আমাকে সাহায্য করুন আপনার যিকির করতে, আপনার শুকরিয়া আদায় করতে এবং উত্তমরূপে আপনার এবাদত করতে- (আহম্মদ, আবু দাউদ, আন-নাছায়ী, ইবনে খোজাইমাহ, ইবনে হিব্বান ও আল-হাকিম)।

(١٩)- اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَ لَا تَنْقُصْنَا وَ اَكْرِمْنَا وَ لَا تُهِنَّا وَ اَعْطِنَا وَ لَا تَحْرِمْنَا وَ اٰثِرْنَا وَ لَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَ ارْضِنَا وَ ارْضَ عَنَّا ۔

অর্থ - হে আল্লাহ ! আমাদেরকে অধিক দান করুন, আমাদেরকে কম দিবেন না, আমাদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দান করুন, আমাদেরকে অপদস্থ করবেন না, আমাদেরকে দান করুন, বঞ্চিত করবেন না, আমাদেরকে অগ্রগামী করুন, আমাদের উপর অন্য কাউকে অগ্রগামী করবেন না, আমাদেরকে সন্তুষ্ট করুন এবং আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন - (আত্‌তিরমিযী)।

(٢٠)- اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ اَغْنِنِى بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ۔

অর্থ – হে আল্লাহ ! আমাকে আপনার হারাম কাজ (বস্তু) হতে আপনার হালাল কাজ (বস্তু) দ্বারা রক্ষা করুন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অভাবমুক্ত (অমুখাপেক্ষী) করুন তার (তাদের) হতে যাকে (যাদেরকে) আপনার সমকক্ষ (দাঁড় করানো হয়) - (আত্‌তিরমিযী)।

(٢١)- اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَ نَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ ۔

অর্থ – হে আল্লাহ ! তাদের সাথে মোকাবিলার জন্য নিশ্চয়ই আমরা আপনাকেই যথেষ্ট মনে করি এবং তাদের অত্যাচার-অবিচার হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি - (আহম্মদ ও আবুদাউদ)।

(২২)- ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ج اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّبُ﴾

অর্থ – হে আমাদের পালনকর্তা ! সরল পথ প্রদর্শনের পর আপনি আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘনে প্রবৃত্ত করবেন না এবং আপনার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন। আপনিই সব কিছুর দাতা -(৩ ঃ ৮)।

(২৩)- اَللّٰهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلَى دِيْنِكَ ٠

অর্থ – হে আমাদের অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী আল্লাহ ! আপনি আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর দৃঢ় রাখুন। (বিশেষ করে এ দোয়াটি মাগরিবের নামাজের পর পাঠ করতে হয় বলে ঈমাম আন্-নাওয়াবী "আল-আয্কারে" উল্লেখ করেছেন)।

(২٤)- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُوْنِ وَ الْجُذَامِ وَ مِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ ٠

অর্থ – হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার আশ্রয় নিচ্ছি কুষ্ঠরোগ, পাগলামি, গোদরোগ ও নিকৃষ্ট অসুখসমূহ হতে (আবু দাউদ)।

(২৫)- اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى ٠

অর্থ – হে আল্লাহ ! নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাকারী, আপনি ক্ষমা পছন্দ করেন, অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন - (আত্তিরমিযী)।

(২٦)- اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْعَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ٠

অর্থ - হে আল্লাহ ! নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে ইহ ও পরকালে মার্জনা ও সুস্থতা কামনা করছি - (সহি বোখারী)।

ফযিলত ঃ শেষোক্ত দোয়াটিকে সর্বোত্তম দোয়া বলা হয়।

ইতিপূর্বে আমরা জানতে পেরেছি যে, সাধারণতঃ নামাজের (সালাতের) মাধ্যমেই দোয়া করতে হয়। ফকীহ আবু লাইস সমরকন্দীর মতে নামাজের মোনাজাতের পূর্বে সুরা ফাতিহা তিন বার , সুরা ইখলাস তিন বার, সুবহানাল্লাহি আল্হামদু লিল্লাহি ওয়া লাইলাহা ইল্লালাহু আল্লাহু আকবার [অর্থ - আল্লাহ কত পবিত্র ! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এবং আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ] একবার এবং যে কোন দরুদ শরীফ একবার পড়ে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় (তাম্বিহুল গাফিলিন কিতাবে দ্রষ্টব্য)। উল্লেখ্য যে, আরবী ভাষায় উপরে উল্লিখিত দোয়াসমূহ এবং আরও কোনও আরবী দোয়া জানা থাকলে সেগুলো পাঠ করার পর নিজের বিশেষ মকছুদ সম্বন্ধে মাতৃভাষায় যে কোন দোয়া করা যায়। মোনাজাতের শেষে বলতে হয়, "হে আল্লাহ ! আপনার রহমতের অছিলায় আমার দোয়াগুলো কবুল করুন।"

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে নবী (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসী, শাহিদাআল্লাহু আয়াত এবং ক্বুললিল্লাহি মালিকাল মুলকি হতে বিগায়রি হিসাব পর্যন্ত পাঠ করে, অল্লাহ তা'লা তার সব গোনাহ ক্ষমা করে দিয়ে তাকে জান্নাতে স্থান দিবেন। এ ছাড়া তিনি তার সত্তরটি প্রয়োজন মিটাবেন। তন্মধ্যে সর্ব নিম্ন প্রয়োজন হবে মাগফিরাত – (রূহুল মা'য়ানী)।

হযরত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন - যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর নিয়মিত আয়াতুল কুরসী পাঠ করে, তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন অন্তরায় থাকে না অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে বেহেশতের ফলাফল এবং আরাম আয়েশ উপভোগ করতে শুরু করবে - (নাসায়ী শরীফ)।

আয়াতুল কুরসী ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰

﴿اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۔ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۔ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ۔ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ۔ مَنْ ذَاالَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۔ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۔ وَ لَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۔ وَلَا یَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۔ وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ﴾

অর্থ – তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তাঁকে (কখনও) তন্দ্রা কিংবা ঘুম স্পর্শ করতে পারে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে ? তিনি অগ্র পশ্চাতের সব কিছু অবগত আছেন। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর আসন আসমান ও পৃথিবী ব্যাপী পরিব্যাপ্ত। এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করতে পারে না। তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ - (২ ঃ ২৫৫)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰

﴿شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ﴾

অর্থ – আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেস্তাগণ ও ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় - (৩ ঃ ১৮)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰

﴿قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِی الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۚ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِیَدِكَ الْخَیْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۰ تُوْلِجُ الَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَ تُوْلِجُ النَّهَارَ فِی الَّیْلِ ۚ وَ تُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ ۚ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ﴾

অর্থ – বলুন, হে আল্লাহ ! আপনিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী । আপনি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নেন এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত করেন । আপনারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই আপনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল (২৬) । আপনি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের ভেতর প্রবেশ করিয়ে দেন। আর আপনিই জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আনেন এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে বের করেন। আর আপনি যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন (২৭) – (৩ ঃ ২৬-২৭)।

যেসকল নামাজে ফরজের পর সুন্নত নামাজ আছে (যেমন - যুহর, মাগরিবও এশার নামাজে) সেসকল নামাজের ফরজের পর সুবহানাআল্লাহ ১০ বার, আলহামদুলিল্লাহ ১০ বার এবং আল্লাহু আকবার ১০ বার পড়তে হয়। প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজ শেষ হলে ৩৩ বার সুব্হানাল্লাহ, আল্হাম্দুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পড়তে হবে। এ ৩টি অযিফাকে অযিফায়ে ফাতেমী বলা হয় ; কারণ রাসূল (সাঃ) নিজ মেয়ে বিবি ফাতেমাকে রাত্রে শোবার সময় এ তিনটি অযিফা পড়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। এগুলো পাঠ করলে শরীর সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকে।

পূর্বেই বলেছি যে, যেকোন সময় যেকোনও অবস্থায়ই দোয়া করা বা পড়া যায় । নামাজের পরেও যেমনি দোয়া করা যায় তেমনি নামাজের মধ্যেও আমরা দোয়া করি বা পড়ে থাকি। সুরা ফাতেহা (আল্‌হামদু সুরা) একটি দোয়া। আমরা এটা সব সময় নামাজে পড়ে থাকি। এ সুরার ৫-৭ আয়াতগুলো দোয়া ঃ

﴿اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (٥) صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (٦) غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ (٧)﴾

অর্থ ঃ আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন করুন (৫), ঐ সকল লোকের পথ যাদিগকে আপনি অনুগ্রহ করেছেন (৬) , তাদের (পথ) নয় যাদের উপর আপনার ক্রোধ নিপতিত হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে (৭)।

নামাজে বান্দা যখন সুরা ফাতেহা পাঠ করার সময় উপরে উল্লিখিত ৫-৭ আয়াতত্রয় পাঠ করে তখন আল্লাহ উত্তরে বলে থাকেন ঃ " ইহা আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা যা চেয়েছে তা সে পাবে।" (মুসলিম)।

সালাতে সুরা ফাতেহা পড়ার পর আমরা কোর'আনের বিভিন্ন সুরা পাঠ করে থাকি, ঐগুলোতেও বিভিন্ন দোয়া রয়েছে যেগুলোর কিছু কিছু ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। সেজদার সময় সেজদার তসবিহগুলো পাঠ করার পরও বিভিন্ন দোয়া পাঠ করা যায়। তবে অধিকাংশ আলেমের মতে ফরজ নামাজের সেজদায় তসবিহ ছাড়া অন্য দোয়া পাঠ করা যাবে না। সুন্নত ও নফলের নামাজে সেজদার তসবিহগুলোর পর আরবী কিংবা মাতৃ ভাষায় যেকোনও দোয়া করা যায়। দু সিজদার মাঝে বৈঠকের সময় যে দোয়াটি রয়েছে তাও একটি ফজিলতপূর্ণ দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اَغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَ اهْدِنِىْ وَ عَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ

অর্থ - হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে রহম করুন, আমাকে হেদায়েত দান করুন,আমাকে শান্তি দান করুন এবং আমাকে রিজিক দান করুন (মুসলিম, মেশকাত)। নামাজের শেষ বৈঠকে আমরা তাশাহুদ ও দরুদ পড়ার পর দোয়া মাছুরা পড়ে থাকি।

আবু বকর আাস-সিদ্দিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসুল ! আমাকে এমন একটি দোয়া শিখিয়ে দিন যা আমি আমার নামাজের মধ্যে পড়তে পারি । তিনি বলেন ঃ তুমি বল,

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ٠

অর্থ – হে আল্লাহ ! নিশ্চয়ই আমি নিজের উপর অনেক জুলুম করেছি ; আপনি ছাড়া কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না। অতএব, অনুগ্রহপূর্বক আপনার নিজের তরফ হতে আমার পাপ ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর দয়া করুন। নিশ্চয়ই আপনি পাপ মার্জনাকারী ও দয়াময় । (সুনান ইবনে মাজা, সুনান নাসাই, সহি বোখারী, সহি মুসলিম)। হাদীছে উল্লিখিত উপরিউক্ত দোয়াটিই দোয়ায়ে মাছুরা

(دُعَائے مَاثُوْرَةْ) নামে পরিচিত।

বিতরের নামাজের শেষ রাকাতে (তৃতীয় রাকাতে) সুরা ফাতিহার পর অন্য একটি সুরা পাঠ করে তকবীর বলে আবার হাত বেঁধে দোয়ায়ে কুনূত পড়তে হয়। কিছু কিছু শাব্দিক ভিন্নতাসহ বিভিন্ন হাদীসে দোয়া কুনূত বর্ণিত রয়েছে। এ দোয়াটির সর্বাধিক পঠিত রূপটি মুসান্নাফু লি ইবিনে সাইবাহ (কিতাব ৪ ,পৃষ্ঠা ৫১৮) ও মুসান্নাফু ইবনে আব্দুর রাজ্জাকে (কিতাব ৩, পৃষ্ঠা ১১৫) উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হাসান ইবনে আলী (রাঃ) এবং ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে ।

دُعَاءُ قُنُوْتْ (দোয়া কুনূত) এর সর্বাধিক পঠিত রূপটি হল ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَ نُؤْمِنُ بِكَ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَ نُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ ـ وَ نَشْكُرُكَ وَ لَا نَكْفُرُكَ وَ نَخْلَعُ وَ نَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ لَكَ نُصَلِّىْ وَ نَسْجُدُ وَ اِلَيْكَ نَسْعٰى وَ نَحْفِدُ وَ نَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَ نَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ـ

অর্থ –হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমরা আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করছি ও আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনার প্রতি ঈমান এনেছি ও আপনার উপর ভরসা করছি এবং আপনার সুপ্রশংসা করছি। আমরা আপনার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি এবং আপনার নাফরমানি করব না। আমরা তাদের থেকে দূরে থাকি এবং তাদেরকে পরিত্যাগ করি যারা আপনার অবাধ্য। হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি, আপনার সন্তুষ্টির জন্যই নামাজ পড়ি এবং আপনাকেই সেজদা করি। আমরা আপনারই দিকে দৌড়িয়ে আসছি। আমরা আপনার অনুগ্রহ, আপনার দয়ার প্রতি আশা পোষণ করি এবং আপনার আযাবকে ভয় করি। নিশ্চয়ই আপনার আযাব কাফেরদের জন্য অবধারিত।

দিন অথবা রাত্রির যেকোন সময় নিম্নলিখিত দোয়াটি নিয়মিত পাঠ করলে দারিদ্র এবং রোগব্যধি দূর হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, "একদিন আমি রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে বাইরে গেলাম। তখন আমার হাত তাঁর হাতে আবদ্ধ ছিল। তিনি জনৈক দুর্দশাগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন ব্যক্তির কাছ দিয়ে গমন করার সময় তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার এ দুর্দশা কেন ?' লোকটি আরজ করল, 'রোগব্যধি ও দারিদ্রের কারণে।' রাছুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, 'আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য বলে দেই। এগুলো পাঠ করলে তোমার রোগব্যধি ও অভাব অনটন দূর হয়ে যাবে। বাক্যগুলো হলো ঃ

وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَىِّ الَّذِى لَا يَمُوْتُ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ۔

(অর্থ - চিরঞ্জীব (আল্লাহর) উপর ভরসা কর যিনি মৃত্যুবরণ করেন না। আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা যিনি কোন সন্তান গ্রহন করেন নাই।)

এর কিছুদিন পর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আবার সেদিকে গমন করলে লোকটিকে সুখী দেখতে পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন। সে আরজ করল, "যেদিন আপনি আমাকে বাক্যগুলো বলে দেন, সেদিন থেকে নিয়মিতই পাঠ করি-(মাযহারী)।"

ফজরের নামাজ

ঈমাম গাজ্জালী (র) এর মতে নিম্নলিখিত দোয়াটি ফজরে সুন্নত নামাজের আগে ১০০ বার পাঠ করলেও আল্লাহ বরকত দান করেন (কীমিয়ায়ে সা'আদাত কিতাবে দ্রষ্টব্য) ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُاللّٰهَ ـ

(অর্থ – আল্লাহ কত মহান ! ও তাঁর প্রশংসার মাধ্যমে, আল্লাহ কত পবিত্র ও তাঁর প্রশংসার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট মার্জনা প্রার্থনা করছি।)

ফজরের সুন্নত ও ফরজ নামাজেরে মধ্যবর্তী সময়ে ৪১ বার বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্‌রাহিমিল্‌হাম্‌দুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন -----আামিন পর্যন্ত পড়তে হবে।

اَلْحَمْدُ ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ না পড়ে এর স্থলে নিম্নলিখিতভাবে পড়তে হবে ; বাকি শব্দগুলো যেভাবে আছে সেভাবে থাকবে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

কোনও কোনও আলেম তাদের অভিজ্ঞতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এভাবে সুরা ফাতিহা পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ শত্রু ভীত হয়ে পড়বে এবং কোন কঠিন মারাত্মক রোগ আক্রমণ করতে পারবে না (তবে এটা কোনও হাদীছের কথা নহে)।

ফজরের সুন্নতের ও ফরজের মধ্যবর্তী সময়ে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন এবং এ দোয়া পড়লে নিশ্চিতভাবে নূর লাভ করা যায়। এটা হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হাদীছ – (মুসলিম)। তাহাজ্জুদ নামাজের পরেও এটা পড়া যায় (মুসলিম) ।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَّ فِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَّ فِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَّ عَنْ يَمِيْنِىْ نُوْرًا وَّ عَنْ يَّسَارِىْ نُوْرًا وَّ فَوْقِىْ نُوْرًا وَّ تَحْتِىْ نُوْرًا وَّ اَمَامِىْ نُوْرًا وَّ خَلْفِىْ نُوْرًا وَّ اجْعَلْ لِّىْ نُوْرًا وَ فِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا وَ عَصَبِىْ وَ لَحْمِىْ وَ دَمِىْ وَ شَعْرِىْ وَ بَشَرِىْ (نُوْرًا) وَ اجْعَلْ فِىْ نَفْسِىْ نُوْرًا وَّ اَعْظِمْ لِىْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ نُوْرًا۔

অর্থ - হে আল্লাহ ! আপনি সৃষ্টি করুন আমার অন্তরে নূর (আলো) , আমার চোখে নূর, আমার কানে নূর, আমার ডান দিকে নূর, আমার বাম দিকে নূর, আমার উপরে নূর, আমার নীচে নূর, আমার সম্মুখে নূর, আমার পিছনে নূর। (আল্লাহ!) আপনি আমার জন্য সৃষ্টি করুন নূর, আর আমার জিহ্বায় নূর, আমার শিরা উপশিরায়, আমার গোশতে, আমার রক্তে, আমার পশমে ও আমার চর্মে (নূর)। (আল্লাহ!) আপনি সৃষ্টি করুন আমার প্রাণে (নূর) এবং মহান করুন আমার নূর। (আল্লাহ!) আমাকে দান করুন নূর।

ফজরের সুন্নত নামাজের প্রথম রাকাতে সুরা ফাতেহার পর সুরা কাফেরুন পড়তে হবে এবং পরের রাকাতে সুরা ফাতেহার পর সুরা ইখলাস পড়তে হবে। ফরজ নামাজ অবশ্যই জামাতে পড়তে হবে। জামাত শেষ হলে আয়াতুল কুরসি (২ ঃ ২৫৫), শাহিদাল্লাহু আন্নাহু -- (৩ ঃ ১৮) এবং ক্বুলিল্লাহ হুম্মা মালিকিল মুলকি--- (৩ ঃ ২৬-২৭) পড়তে হবে যে সম্বন্ধে ইতিপূর্বে লিখা হয়েছে। এর পর ১০ বার নিম্নলিখিত দরুদ শরীফটি পড়তে হবে যা আবু হুরাইরা (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (রাসুলুল্লাহ সাঃ) বলেছেন – যে ব্যক্তি পূর্ণ মাপে (টুকরী ভরে ছওয়াব) পেতে ভালবাসে সে যেন যখন আমাদের আহ্‌লে বাইতের উপর দরুদ পাঠ করে তখন বলে –

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ" مَّجِيْدٌ" ۔

অর্থ- হে আল্লাহ ! উম্মী নবী মোহাম্মদ (সাঃ), তার বিবিগণ যারা মুমিনগণের মাতা , তার বংশধর ও পরিজনবর্গের উপর রহমত নাযিল করুন যেভাবে আপনি ইব্রাহীমের পরিজনের উপর রহমত নাযিল করেছেন, নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত, মহিমান্বিত - (আবু দাউদ)। অতঃপর নিম্নলিখিত দোয়াটি ৭ বার পড়ে সুরা হাশরের শেষ ৩ আয়াত একবার পড়তে হবে। দোয়াটি হল ঃ

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ

অর্থ – হে আল্লাহ ! আমাকে জাহান্নামের অগ্নি হতে রক্ষা করুন ।

নবী (দঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "যখন তুমি ফজরের সালাত আদায় কর তখন কোন লোকের সাথে কথা বলার পূর্বে 'আল্লাহুম্মা আজ্জিরনি

মিনান্নার' (দোয়াটি) সাত বার পড়। তখন যদি তুমি সেদিন মারা যাও তবে আল্লাহ তোমাকে দোযখের আগুন হতে রক্ষা করবেন। আর যদি মাগরিবের সালাতের পর কোন লোকের সাথে কথা বলার পূর্বে "আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল জান্নাহ (হে আল্লাহ ! নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে জান্নাত কামনা করছি), আল্লাহুম্মা আজ্জিরনি মিনান্নার" (দোয়া দুটি) সাত বার পড়, তবে যদি সেদিন রাত্রে তুমি মারা যাও, আল্লাহ তোমাকে দোযখের আগুন হতে রক্ষা করবেন। (মুস্‌নাদে আহম্মদ ও আবু দাউদ) ।

সুরা হাশরের শেষ ৩ আয়াত ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَلسَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

﴿هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۰ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ط يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ج وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴾

অর্থ – আমি অভিশপ্ত শয়তান হতে সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি।

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য হওয়ার অধিকারী নহে। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র , শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ তা'লা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ তা'লা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

তিরমিযীতে হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) -এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে তিনবার اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَلسَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পাঠ করার পর সুরা হাশরের هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বশেষ তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ৭০০০০ ফেরেস্তা নিযুক্ত করে দিবেন। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দোয়া করবে। সেদিন সে মারা গেলে শহীদের মৃত্যু হাসিল হবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এভাবে পাঠ করবে সেও এ মর্তবা লাভ করবে। – (মাযহারী)।

নামাজের সর্বশেষে অযিফায়ে ফাতেমী অর্থাৎ ৩৩ বার সুব্‌হানাল্লাহ, ৩৩ বার আল্‌হামদুলিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহুআকবার পাঠ করে মোনাজাতের সময় উপরে লিখিত ২৬টি দোয়া পড়তে হবে এবং আরবী ভাষায় কিংবা নিজ ভাষায় অন্য যেকোন দোয়া করা যাবে এবং শেষে বলতে হবে "হে আল্লাহ ! আপনার রহমতের উসিলায় আমার দোয়াসমূহ কবুল করুন।"

অতঃপর নিম্ন তস্‌বীহগুলো (গুণগানগুলো) পাঠ করতে হবে ঃ

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ

অর্থ – আল্লাহ প্রশংসিত, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'লার, নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ছাড়া, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। ১০০ বার।

অতঃপর ইস্তেগফার পড়তে হবে ঃ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ

অর্থ –আমি আল্লাহ হতে আমার পাপসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ১০০ বার।

তারপর নিম্ন দরুদ শরীফটি অথবা যে কোনও দরুদ শরীফ পড়তে হবে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّى عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ

অর্থ – হে আল্লাহ ! আপনি উম্মী নবীর (সাঃ) উপর রহমত নাযিল করুন। ১০০ বার।

ইশ্‌রাকের নামাজ

বেলা উঠার ২৩ মিনিট পর সাধারনতঃ ৯-৩০ মিনিট পর্যন্ত ২ রাকাত করে মোট ৪ রাকাত এশ্‌রাকের নামাজ পড়তে হবে।

এ নামাজের ফযিলত ঃ

হযরত আবু জর গেফারী (রাঃ) বলেন, রাছুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, প্রভাত হওয়া মাত্রই তোমাদের প্রত্যেকের প্রত্যেক গ্রন্থির জন্যই একটি ছদকা (দান) করা আবশ্যক হয়। তবে (জানিবে) তোমাদের প্রত্যেক তস্ববীহ্‌ই (অর্থাৎ ছোবহানাল্লাহ বলা) একটি ছদকা, প্রত্যেক তাহ্‌মীদই (অর্থাৎ আল্‌হামদুলিল্লাহ বলা) একটি ছদকা, প্রত্যেক তাহ্‌লীলই (অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) একটি ছদকা, প্রত্যেক তকবীরই (অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলা) একটি ছদকা এবং সৎকাজের আদেশ একটি ছদকা এবং অসৎকাজে নিষেধও ছদকা বিশেষ। অবশ্য জোহার সময়ে (ইশরাকের সময়ে) দু রাকাত নামাজ পড়া সমস্তের পরিবর্তে যথেষ্ট। - (মুসলিম)।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে, অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ তা'লার যিকিরে মশগুল থাকে, তারপর দু রাকাত নফল নামাজ পড়ে, তবে সে হজ্জ ও ওমরার সওয়াব লাভ করে। হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করিম (সাঃ) তিন বার এরশাদ করেছেন, পরিপূর্ণ হজ্জ ও ওমরার সওয়াব, পরিপূর্ণ হজ্জ ও ওমরার সওয়াব, পরিপূর্ণ হজ্জ ও ওমরার সওয়াব লাভ করে। -(তিরমিযী)।

দু রাকাত করে চার রাকাত পড়া উত্তম।

চাশ্‌তের নামাজ

সাধারণতঃ বেলা ৯:৩০ - ১১:৩০ পর্যন্ত যে কোন সময় ৪ রাকাত চাশ্‌তের নামাজ পড়া যায়।

এ নামাজের ফযিলতঃ

আবু বকর ইবনে আবু শায়বা (র) ----- আবু হরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি চাশতের দু রাকাত সালাতের হিফাযত করে, তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হয় যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়। (ইবনে মাযাহ)।

আবু বকর ইবনে আবু শায়বা (র) ---- মু'আযা আদাবিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম ঃ নবী (সাঃ) কি চাশতের নামাজ আদায় করতেন ? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, চার রাকাত । আবার কখনও বেশীও আদায় করতেন, আল্লাহ যা চাইতেন।

জোহরের নামাজ

জোহরের ফরজ নামাজের পরও আয়াতুল কুরসী, শাহিদাল্লাহু থেকে –আজিজুল হাকিম পর্যন্ত এবং সুরা আলে ইমরানের কুলিল্লাহুম্মা থেকে বিগাইরি হিসাব পর্যন্ত পাঠ করতে হবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰

﴿اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ـ اَلْحَیُّ الْقَيُّوْمُ ـ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ـ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ـ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ـ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ـ وَ لَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ـ وَلَا یَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ـ وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ﴾

অর্থ – তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তাঁকে (কখনও) তন্দ্রা কিংবা ঘুম স্পর্শ করতে পারে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। এমন কে অছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে ? তিনি অগ্র পশ্চাতের সব কিছু অবগত আছেন। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর আসন আসমান ও পৃথিবী ব্যাপী পরিব্যাপ্ত। তাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করতে পারে না। তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ - (২ঃ২৫৫)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰

﴿شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ﴾

অর্থ – আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেস্তাগণ ও ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় - (৩ঃ১৮)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰

﴿قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِی الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۫ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِیَدِكَ الْخَیْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۰ تُوْلِجُ الَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَ تُوْلِجُ النَّهَارَ فِی الَّیْلِ ۫ وَ تُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ ۫ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ﴾

অর্থ – বলুন, হে আল্লাহ ! আপনিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী । আপনি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নেন এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত করেন । আপনারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই আপনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল (২৬) । আপনি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের ভেতর প্রবেশ করিয়ে দেন। আর আপনিই জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আনেন এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে বের করেন। আর আপনি যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন (২৭) – (৩ঃ২৬-২৭)।

ফরজের পর যেহেতু ২রাকাত সুন্নত নামাজ রয়েছে তাই ১০ বার করে ওজিফায়ে ফাতেমী পড়তে হবে অর্থাৎ সুবহানাআল্লাহ ১০ বার, আলহামদুলিল্লাহ ১০ বার এবং আল্লাহু আকবার ১০ বার পড়তে হবে। সর্বশেষে ২ রাকাত নফল নামাজ শেষ হলে ৩৩ বার সুব্হানাল্লাহ, আল্হাম্দুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পড়তে হবে।

আছরের নামাজ

এর ফরজ নামাজ শেষ হলে পড়তে হবে -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰

﴿اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۔ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۔ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ۔ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ۔ مَنْ ذَاالَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۔ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۔ وَ لَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۔ وَلَا یَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۔ وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ﴾

অর্থ – তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তাঁকে (কখনও) তন্দ্রা কিংবা ঘুম স্পর্শ করতে পারে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। এমন কে অছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে ? তিনি অগ্র পশ্চাতের সব কিছু অবগত আছেন। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর আসন আসমান ও পৃথিবী ব্যাপী পরিব্যাপ্ত। তাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করতে পারে না। তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ - (২ ঃ ২৫৫)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰

﴿شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ﴾

অর্থ – আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেস্তাগণ ও ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় - (৩ ঃ ১৮)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰

﴿قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِی الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۚ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِیَدِكَ الْخَیْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۰ تُوْلِجُ الَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَ تُوْلِجُ النَّهَارَ فِی الَّیْلِ ۚ وَ تُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ ۚ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ﴾

অর্থ – বলুন, হে আল্লাহ ! আপনিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী । আপনি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নেন এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত করেন । আপনারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই আপনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল (২৬) । আপনি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের ভেতর প্রবেশ করিয়ে দেন। আর আপনিই জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আনেন এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে বের করেন। আর আপনি যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন (২৭) – (৩ ঃ ২৬-২৭)।

নামাজ শেষ হলে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পড়তে হবে। অতঃপর ফজরের নামাজের মত তস্‌বিহ পাঠ করতে হবে। তস্‌বিহগুলো হল ঃ

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ

অর্থ – আল্লাহ প্রশংসিত, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'লার, নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ছাড়া, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। ১০০ বার।

অতঃপর আস্তাগফির পড়তে হবে ঃ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ

অর্থ –আমি আল্লাহ নিকট আমার পাপসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি । ১০০ বার।

তিারপর নম্নলিখিত দরুদ শরীফটি অথবা যেকোন দরুদ শরীফ পড়তে হবে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ

অর্থ – হে আল্লাহ ! আপনি উম্মী নবী (সাঃ) এর উপর রহমত নাযিল করুন। ১০০ বার।

মাগরিবের নামাজ

ফরজ নামাজের পর যথারীতি পড়তে হবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰

﴿اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۔ اَلْحَیُّ الْقَيُّوْمُ ۔ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ۔ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ۔ مَنْ ذَاالَّذِیْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۔ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۔ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۔ وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِيْمُ﴾

অর্থ – তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তাঁকে (কখনও) তন্দ্রা কিংবা ঘুম স্পর্শ করতে পারে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। এমন কে অছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে ? তিনি অগ্র পশ্চাতের সব কিছু অবগত আছেন। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর আসন আসমান ও পৃথিবী ব্যাপী পরিব্যাপ্ত। তাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করতে পারে না। তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ - (২ ঃ ২৫৫)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰

﴿شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴾

অর্থ – আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেস্তাগণ ও ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় - (৩ ঃ ১৮)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰

﴿قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ز وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ز وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ز وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

অর্থ – বলুন, হে আল্লাহ ! আপনিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী । আপনি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নেন এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত করেন । আপনারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই আপনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল (২৬) । আপনি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের ভেতর প্রবেশ করিয়ে দেন। আর আপনিই জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আনেন এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে বের করেন। আর আপনি যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন (২৭) – (৩ ঃ ২৬-২৭)।

ফরজ নামাজের পর যেহেতু ২ রাকাত সুন্নত নামাজ রয়েছে সেহেতু অযিফায়ে ফাতেমী ১০ বার করে পড়তে হবে যেগুলো নিম্নরূপ ঃ

সুবহানাআল্লাহ ১০ বার, আলহামদুলিল্লাহ ১০ বার এবং আল্লাহু আকবার ১০ বার ।

মাগরিবের নফল নামাজের পর নিম্নলিখিত দরূদ শরীফটি ১০ বার পড়তে হবে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

অর্থ- হে আল্লাহ ! উম্মী নবী মোহাম্মদ (সাঃ), তার বিবিগণ যারা মুমিনগণের মাতা , তার বংশধর ও পরিজনবর্গের উপর রহমত নাযিল করুন যেভাবে আপনি ইব্রাহীমের পরিজনের উপর রহমত নাযিল করেছেন, নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত, মহিমান্বিত - (আবু দাউদ)। অতঃপর নিম্নলিখিত দোয়াটি ৭ বার পড়ে সুরা হাশরের শেষ ৩ আয়াত একবার পড়তে হবে। দোয়াটি হল ঃ

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ

অর্থ – হে আল্লাহ ! আমাকে জাহান্নামের অগ্নি হতে রক্ষা করুন (মুস্‌নাদে আহম্মদ ও আবু দাউদ) ।

পরে সুরা হাশরের শেষ ৩ আয়াতঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

﴿هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ . هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ط يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ج وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴾

অর্থ – আমি অভিশপ্ত শয়তান হতে সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি।

তিনিই আল্লাহ তা'লা, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য হওয়ার অধিকারী নহে ; তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা।

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য হওয়ার অধিকারী নহে তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র , শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত,

প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ তা'লা তা থেকে পবিত্র।

তিনিই আল্লাহ তা'লা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

অতঃপর যথারীতি নিম্ন তস্‌বিহগুলো পাঠ করে আস্তাগফির ও দরুদ শরীফ পাঠ করতে হবে ঃ

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ

অর্থ – আল্লাহ প্রশংসিত, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'লার, নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ছাড়া, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। ১০০ বার।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ

অর্থ –আমি আল্লাহর নিকট আমার পাপসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি । ১০০ বার।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ

অর্থ – হে আল্লাহ ! আপনি উম্মী নবীর (সাঃ) উপর রহমত নাযিল করুন। ১০০ বার।

মাগরিবের নামাজের সর্বশেষে অযিফায়ে ফাতেমী অর্থাৎ ৩৩ বার সুব্‌হানাল্লাহ, ৩৩ বার আল্‌হামদুলিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহুআকবার পাঠ করতে হবে।

আওয়াবিনের নামাজ

মাগরিবের নামাজের পর ২ রাকাত করে মোট ৬ রাকাত আউয়াবিনের নামাজ পড়তে হবে।

এ নামাজের ফযিলত ঃ

আলী ইবনে মুহাম্মদ ও আবু উমর হাফস ইবনে উমর (র) ---- আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাত নামাজ আদায় করে এবং এর মাঝে কোন খারাপ কথা না বলে, তাকে বারো বছরের নফল ইবাদতের সওয়াব দেয়া হয়।- (ইবনে মাযাহ)।

এশার নামাজ

এশার নামাজের ৪ রাকাত ফরজের পর ১০ বার করে অযিফায়ে ফাতেমী পড়তে হবে। এগুলো হল ঃ

সুবহানাআল্লাহ ১০ বার, আলহামদুলিল্লাহ ১০ বার এবং আল্লাহু আকবার ১০ বার ।

নামাজ শেষ হলে আবার বেশী করে অযিফায়ে ফাতেমী পড়তে হবে।

সুবহানাআল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার ।

তাহাজ্জুদের নামাজ

ক্বোরআন শরীফে আছে ঃ

﴿فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ﴾

অর্থ – আপনি হে মুহাম্মদ (সাঃ) ! (রাত্রির কিয়দংশ থাকতে উঠে) ক্বোরআন পাঠের সাথে তাহাজ্জুদের নামাজ পাঠ করুন। কারণ এটা শুধু আপনার

জন্যই অতিরিক্তি করা হয়েছে - (১৭ ঃ ৭৯)।

এ নামাজ মোট ১২ রাকাত। ২ রাকাত করে ১২ রাকাত পড়তে হবে।

ঘুম থেকে উঠার পর মুখস্থ থাকলে মুখস্থ অথবা দেখে দেখে সুরা আলে ইমরানের শেষ ১১ আয়াত পড়তে হবে । সেগুলো হল নিম্নরূপ ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰

اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ ۰ ج لا الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ
قُعُوْدًا وَّ عَلٰی جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ج رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ج سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
۰ رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ط وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۰ رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِیْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا
بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا قلے رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ۰ ج رَبَّنَاوَ اٰتِنَا مَا وَ عَدْتَّنَا عَلٰی رُسُلِكَ وَ لَا
تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۰ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّیْ لَاۤ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰی ج
بَعْضُكُمْ مِّنْ م بَعْضٍ ج فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اُوْذُوْا فِیْ سَبِيْلِیْ وَ قٰتَلُوْا وَ قُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ
سَيِّاٰتِهِمْ وَ لَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ج ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ۰ لَا يَغُرَّنَّكَ
تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِی الْبِلَادِ ۰ ط مَتَاعٌ قَلِيْلٌ قف ثُمَّ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَ بِئْسَ الْمِهَادُ ۰ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ
جَنّٰتٌ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط وَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ۰ وَ اِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ
يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لا لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۰ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا قف وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থ – নিশ্চয়ই আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্যে। (১৯০)। যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও যমীন সৃষ্টির বিষয়ে (তারা বলে), পরওয়ারদেগার ! এসব আপনি অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। সকল পবিত্রতা আপনারই, আমাদেরকে আপনি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচান। (১৯১)। হে আমাদের পালনকর্তা ! নিশ্চয়ই আপনি যাকে দোযখে নিক্ষেপ করলেন তাকে সবসময়ে অপমানিত করলেন ; আর যালেমদের জন্যে তো কোন সাহায্যকারী নেই। (১৯২)। হে আমাদের পালনকর্তা ! আমরা নিশ্চিরূপে শুনেছি একজন আহবানকারীকে ঈমানের প্রতি আহবান করতে যে, "তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন;" তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা ! অতঃপর আমাদের সকল গোনাহ্ মাফ করে দিন এবং আমাদের সকল দোষ-ক্রটি দূর করে দিন, আর আমাদের মৃত্যু দিন নেক লোকদের সাথে।(১৯৩)। হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদেরকে দিন যা আপনি ওয়াদা করেছেন আপনার রসূগণের মাধ্যমে এবং ক্বিয়ামতের দিন আপনি আমাদেরকে অপমানিত করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি ওয়াদা খেলাফ করেন না। (১৯৪)। অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দোয়া এ বলে কবুল করে নিলেন যে, "আমি তোমাদের কোনও পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক। তোমরা পরস্পর এক।"

তারপর সেসমস্ত লোক যারা হিযরত করেছে ; তাদেরকে তাদের নিজ দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে আমার পথে এবং যারা লড়াই করেছে এবং মৃত্যু বরণ করেছে, অবশ্যই আমি তাদের উপর থেকে অকল্যাণকে অপসারিত করব এবং তাদেরকে প্রবিষ্ট করাব জান্নাতে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। এ হলো বিনিময় আল্লাহর পক্ষ থেকে । আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়। (১৯৫)। নগরীতে কাফেরদের চাল-চলন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয় ।(১৯৬)। এটা হলো সামান্য ফায়দা - এরপর তাদের ঠিকানা হবে দোযখ । আর সেটি হলো অতি নিকৃষ্ট অবস্থান। (১৯৭)। কিন্তু যারা ভয় করে নিজেদের পালনকর্তাকে, তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবণ। তাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সদা আপ্যায়ন চলতে থাকবে। আর যা আল্লাহর নিকট রয়েছে, তা সৎকর্মশীলদের জন্যে একান্তই উত্তম। (১৯৮)। আর আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং যা কিছু আপনার উপর অবতীর্ণ হয়, এবং যা কিছু তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোর উপর, আল্লাহর সামনে বিনয়াবনত থাকে এবং আল্লাহর আয়াসমূহকে স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে সওদা করে না, তারাই হলো সেসকল লোক যাদের জন্যে পারিশ্রমিক রয়েছে তাদের পালনকর্তার নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ যথাশীঘ্র হিসাব চুকিয়ে দেন। (১৯৯)। হে ঈমানদারগণ ! ধৈর্য ধারণ কর এবং মোকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার। (২০০) - (৩ ঃ ১৯০ - ২০০)।

আত্তিরমিযী শরীফে আছে, যখন হযরত (সাঃ) শেষ রাত্রিতে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে উঠতেন তখন অজু করে নিম্নলিখিত দোয়াটি পড়তেন –

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَ مِيْكَائِيْلَ وَ اِسْرَفِيْلَ فَاطِرِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ـ اِهْدِنِىْ بِمَا اَخْلَفْتُ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۰

অর্থ – হে আল্লাহ ! আপনিই জিব্রাঈল, মিকাঈল ও ইস্রাফীল (আঃ) গণের প্রতিপালক। আপনিই অকাশসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা। গুপ্ত ও ব্যক্ত সমস্তই আপনি জানেন। আপনার বান্দাগণের মধ্যে যে বিষয় নিয়ে মতভেদ চলছে আপনি তার মীমাংসা করে দিচ্ছেন। প্রভু আমাকেও সত্যপথে আনুন যে সত্যপথ হতে আমি সরে পড়েছি। নিশ্চয়ই, আপনি যাকে ইচ্ছা তাকে সত্য পথে আনয়ন করেন।

তৎপর আরও পড়তেন (সুনানে আবু দাউদ) ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

অর্থ - আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ (১০ বার)।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

অর্থ – সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য (১০ বার)।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ

অর্থ - আল্লাহ তা'লার পবিত্রতার প্রশংসা (১০ বার)।

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ

অর্থ – পবিত্রতার অধিপতির প্রশংসা করছি (১০ বার)।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰـهَ

অর্থ – আল্লাহর তা'লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি (১০ বার)।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থ – আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর প্রেরিত রাসুল (১০ বার)।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا وَ مِنْ ضِيْقِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ۔

অর্থ – হে আল্লাহ ! নিশ্চয়ই আমি দুনিয়া ও পরকালের কষ্ট হতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি (১০ বার)।

হিসাম ইবনে আম্মার (র) -- ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) রাত্রের তাহাজ্জুদ সালাতের শুরুতে নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করতেন :

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ۔ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَنْ فِيْهِنَّ ۔ وَ لَكَ الْحَمْدُ ۔ اَنْتَ قَيَّمُ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَنْ فِيْهِنَّ ۔ وَ لَكَ الْحَمْدُ ۔ اَنْتَ مَالِكُ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَنْ فِيْهِنَّ ۔ وَ لَكَ الْحَمْدُ ۔ اَنْتَ الْحَقُّ وَ وَعْدُكَ حَقٌّ وَ لِقَاؤُكَ حَقٌّ وَ قَوْلُكَ حَقٌّ وَ الْجَنَّةُ حَقٌّ وَ النَّارُ حَقٌّ وَ السَّاعَةُ حَقٌّ وَ النَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَ مُحَمَّدٌ حَقٌّ ۔ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَ بِكَ اٰمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْكَ اَنَبْتُ وَ بِكَ خَاصَمْتُ وَ اِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَ مَا اَخَّرْتُ وَ مَا اَسْرَرْتُ وَ مَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَ اَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَ لَا اِلٰهَ غَيْرُكَ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ۔

অর্থ - হে আল্লাহ আপনার জন্যই (সমস্ত) প্রশংসা। আপনি আসমানসমূহ ও যমীন এবং তাদের (উভয়ের) মাঝে যা কিছু আছে তাদের নূর (আলোক) । এবং আপনার জন্য (সমস্ত) প্রশংসা। আপনি আসমানসমূহ ও যমীন এবং তাদের (উভয়ের) মাঝে যা কিছু রয়েছে তাদের কায়েমকারী (দন্ডায়মানকারী)। এবং আপনার জন্য (সমস্ত) প্রশংসা। আপনি আসমানসমূহ ও যমীন এবং এদের (উভয়ের) মাঝে যা কিছু আছে তাদের অধিপতি (মালিক)। এবং আপনার জন্য (সমস্ত) প্রশংসা। আপনি সত্য (হক) এবং আপনার ওয়াদা সত্য ও আপনার (সাথে) সাক্ষাৎ সত্য ও আপনার কথা সত্য ও জান্নাত সত্য ও জাহান্নাম (অগ্নি) সত্য ও ক্বিয়ামত সত্য ও নবীগণ সত্য এবং মুহাম্মদ (সাঃ) সত্য। হে আল্লাহ ! আপনার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি ও আপনার উপর

ঈমান এনেছি এবং আপনার উপর ভরসা করেছি ও (মানুষকে) আপনার প্রতিই সংবাদ প্রদান করেছি ও আপনার জন্য বিতর্ক করেছি ও (মানুষকে) আপনার প্রতি নির্দেশনা দিয়েছি। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন যা আমি অগ্রে ও বিলম্বে করেছি ও যা গোপন করেছি ও যা প্রকাশ করেছি। (কারণ) আপনিই উপস্থাপনকারী ও বিলম্বকারী। আপনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই ও আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আপনার ছাড়া আর কারও কোন ক্ষমতা নেই, নেই কোন শক্তি।

এর পর নামাজ আরম্ভ করতেন।

তাহাজ্জুদের নামাজে রাসুল করিম (সাঃ) প্রতি রাকাতে সুরা ফাতেহার পর কয়েক পারা পর্যন্ত পড়ে ফেলতেন এবং দীর্ঘ রুকু ও সেজদা দিতেন। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে অনেক সময় তার পা মোবারক ফুলে যেত। যাদের দীর্ঘ সুরা মুখস্ত আছে তারাও দীর্ঘক্ষণ নামাজ পড়তে পারেন। এটা সুন্নত। কিন্তু যাদের দীর্ঘ সুরা মুখস্ত নেই তারাও সুরা একলাস (ক্বুলহুআল্লাহ) বার বার পড়ে কিংবা ছোট ছোট অনেকগুরো সুরা পর পর পড়ে নামাজ দীর্ঘায়িত করতে পারেন। প্রথম রাকাতে সুরা ফাতেহার পর ক্বুলহু আল্লাহ (সুরা একলাস) ১২ বার পড়ে রুকু সেজদা শেষ করে আবার দাঁড়িয়ে পরের রাকাতে আলহামদু সুরা পড়ে ঐ সুরাটি (ক্বুলহু আল্লাহ) ১১ বার পড়ে দ্বিতীয় রাকাত শেষ করে নামাজ শেষ করা যায়। এভাবে তৃতীয় রাকাতে আলহামদুর পর ঐ সুরাটি (ক্বুলহু আল্লাহ) ১০ বার পড়তে হবে এবং চতুর্থ রাকাতে ঐ সুরাটি ৯ বার পড়তে হবে। এরূপে ঐ সুরাটি কমতে কমতে ১২ রাকাতের শেষ রাকাতে আলহামদু সুরার পর উহকে (ক্বুলহু আল্লাহ সুরাটিকে) মাত্র ১ বার পড়তে হয়। এ নিয়মে ১২ রাকাত তাহাজ্জুদ নামাজ শেষ করা যায়। তবে সুরা ফাতেহার পর কয়েকবার করে কেবল সুরা একলাসই পড়া যায় । কোন কোন আলেম নিজে এরূপ পড়েছেন এবং অন্যকেও তাদের লিখিত কিতাবে এরূপ পড়তে উপদেশ দিয়েছেন (dr.munimkhan@yahoo.com)। তবে কোন সহি দলিল না থাকায় কোন কোন আলেম এরূপ পড়াকে মাকরুহ বলেছেন (islam.stackexchange.com>questions)। অপর নিয়মে প্রথম রাকাতে সুরা ফাতেহার পর ছোট ছোট বারটি সুরা পর পর পড়তে হয়। যেমন প্রথম রাকাতে সুরা ফাতেহার পর সুরা আছর, সুরা হুমাযাহ, সুরা ফিল, সুরা ক্বুরাইশ, সুরা মাউন, সুরা কাওছার, সুরা কাফিরূন, সুরা নাছর, সুরা লাহাব, সুরা ইখলাছ, সুরা ফালাক্ব ও সুরা নাস পড়তে হয় এবং দ্বিতীয় রাকাতে সুরা ফাতেহার পরে সুরা নাস ব্যতীত অন্যান্য ১১টি সুরা পর পর পড়ে নামাজ শেষ করতে হয়। তৃতীয় রাকাতে সুরা ফাতেহার পর সুরা ফালাক্ব ও সুরা নাস ব্যতীত আন্যন্য ১০টি সুরা পর পর পড়তে হয় এবং চতুর্থ রাকাতে সুরা ইখলাছ, সুরা ফালাক্ব ও সুরা নাস ব্যতীত অন্যন্য ৯টি সুরা পর পর পড়ে নামাজ শেষ করতে হয়। এভাবে পড়লে শেষ রাকাতে সুরা ফাতেহার পর শুধু সুরা নাস পড়ে ১২ রাকাত নামাজ শেষ করতে হয়। এভাবে পড়ার উদ্দেশ্য কেবল তাহাজ্জুদ নামাজকে দীর্ঘায়িত করে রাসুলুল্লাহর সুন্নত কিছুটা আদায় করার চেষ্টা করা । সময় ও সুযোগ থাকলে ১২ রাকাতই পড়ার চেষ্টা করা উচিত নতুবা সময় ও সুযোগ অনুসারে ৪ রাকাত অথবা ৮ রাকাত কিংবা তার কম বেশী পড়া যায়, তবে সাধারণতঃ ৪ রাকাতের কম নয়। নামাজের রাকাত বাড়ার সাথে সাথে সুরার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনার উদ্দেশ্য রাসুল (সাঃ) কে অনুসরণ করা, কারণ তিনি তাহাজ্জুদের প্রথম রাকাত যত দীর্ঘায়িত করতেন পরের রাকাত তার চাইতে কম দীর্ঘায়িত করতেন। আয়াত সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়ে আনার উদ্দেশ্য হতে পারে ক্লান্তি কিছুটা কমিয়ে আনা। তাহাজ্জুদ শেষ করে মোনাজাতের পূর্বে সুরা ফাতেহা তিন বার, সুরা এখলাস তিন বার, সুবহানাল্লাহি আল্‌হামদু লিল্লাহি ওয়া লাইলাহা ইল্লালাহু আল্লাহু আকবার [অর্থ - আল্লাহ নিঁখুত (কোন দোষ হতে মুক্ত), সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এবং আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ] একবার এবং নিম্নলিখিত দরুদ শরীফটি একবার পড়তে হয়।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

অতঃপর অতি ফজিলতপূর্ণ এবং গুনাহ ক্ষমার জন্য যথেষ্ট সুরা বাক্বারার শেষ দুটি আয়াত (সুনান আন-নাসাই, সুনানে আবু দাউদ) পড়তে হয়। আয়াত দুটি হল ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰

﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ قف لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ قف وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ق غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ (٢٨٥) ۰ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ج رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ج وَاعْفُ عَنَّا وقفة وَ اغْفِرْلَنَا وقفة وَ ارْحَمْنَا وقفة اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ (٢٨٦)﴾

অর্থ – রাসুল (সাঃ) বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে 'আমরা তাঁর পয়গম্বরগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না।' তারা বলে, 'আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি । আমরা আপনার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা ! আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।' (২৮৫)। আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা ! 'যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করবেন না।' হে আমাদের পালনকর্তা ! 'আর আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পন করবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর করেছেন,' হে আমাদের প্রভু ! 'এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করাবেন না , যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করুন। আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন । আপনিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন (২৮৬) -(২ ঃ ২৮৫ - ২৮৬)।

উল্লেখ্য যে, এসকল দোয়া পাঠ করার পর পূর্বে বর্ণিত ২৬টি দোয়া পড়ে এবং আরও আরবী দোয়া জানা থাকলে সেগুলোও পাঠ করে নিজের বিশেষ মকসুদ সম্বন্ধে মাতৃভাষায় যে কোন দোয়া করা যায়। মোনাজাতের শেষে বলতে হয়, "হে আল্লাহ ! আপনার রহমতের অছিলায় আমার দোয়াগুলো কবুল করুন।"

তাহাজ্জুদের ফযিলত ঃ

মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার (র) ---- আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, "রাছুলুল্লাহ (সাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন অসংখ্য লোক তাকে দেখার জন্য ভীড় করে এবং এরূপ বলা হয় ঃ রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এসেছেন। তখন আমিও লোকদের সাথে তাকে দেখার জন্য আসলাম। আমি যখন রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এর চেহারার দিকে তাকালাম তখন বুঝতে পারলাম যে, তার এ চেহারা কোন মিথ্যাবাদীর নয়। তিনি এ সময় সর্ব প্রথম যা বলেন, তা হলো ঃ হে লোক সকল ! তোমরা পরস্পর সালাম বিনিময় করবে, অভুক্তকে আহার করাবে এবং রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, তখন সালাত আদায় করবে। ফলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে। – (ইবনে মাযাহ)।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন ঃ রাছুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ আমাদের পরওয়ারদেগার তাবারাকাওতা'লা প্রত্যেক রাত্রেই এ নিকটবর্তী আসমানে অবতীর্ণ হন যখন রাত্রের শেষ তৃতীয় ভাগ অবশিষ্ট থাকে এবং বলতে থাকেন ঃ কে আছ, যে আমায় ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দিব ? কে আছ,

যে আমার নিকট কিছু চাইবে আর আমি তাকে তা দান করব এবং কে আছ, যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে আর আমি তাকে ক্ষমা করব? – (মোত্তাঃ, মেশকাত)।

সালাতুত্ তাস্‌বিহ

হাদীস শরীফে এ নামাজ পড়ার নিয়ম এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

সানা, সুরা ফাতিহা ও অন্য সুরা অথবা অন্য সুরার কম পক্ষে তিন আয়াত পড়ার পর ১৫ বার নিম্নলিখিত তসবিহ্ পাঠ করতে হবে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ۔

অর্থ – আল্লাহ কত পবিত্র ! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য ও আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ।

অতঃপর রুকুতে গিয়ে রুকুর তসবীহ পড়ার পর উপরিউক্ত তসবীহ দশ বার পড়তে হবে। তারপর রুকু হতে উঠে দাঁড়িয়ে সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ, রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ পড়ে তসবীহটি দশ বার পড়তে হবে। তৎপর প্রথম সিজদায় গিয়ে সিজদার তসবীহ পড়ার পর দশবার, প্রথম সিজদাহ থেকে উঠে বসে দশবার, , দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে সিজদার তসবীহ পড়ার পর দশবার এবং দ্বিতীয় সিজদাহ থেকে উঠে বসার পর দশবার পড়তে হবে। এভাবে এক রাকাত পূর্ণ হল এবং এক রাকাতে মোট পঁচাত্তর বার তসবীহ পড়া হল। অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়িয়ে প্রথম রাকাতের মত দ্বিতীয় রাকাতেও তসবীহটি মোট পঁচাত্তর বার পড়তে হবে। দ্বিতীয় রাকাতে দ্বিতীয় সেজদার পর বসে তসবীহটি দশ বার পড়ার পর (যা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে) আত্তাহিয়াতু পড়ে আল্লাহু আকবর বলে দাঁড়িয়ে তৃতীয় রাকাত শুরু করতে হবে এবং চতুর্থ রাকাতে দ্বিতীয় সেজদার পর উঠে বসে তসবীহটি দশ বার পড়ার (যা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে) পর আত্তাহিয়াতু , দরূদ শরীফ ও দোয়া মাসুরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করতে হবে। চার রাকাত নামাজে তসবীহটি মোট ৩০০ বার পড়া হয়। তারপর মোনাজাতে যথারীতি ২৬টি দোয়া পড়ে নিজের ইচ্ছামত দোয়া করা যায়।

সালাতুত তাস্‌বিহর ফযিলতঃ

আব্দুর রহমান ইবনে বিশর ইবনে হাকাম নিশাপুরী (র) ----ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন , রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আব্বাস ইবনে মুত্তালিব (রাঃ) কে বললেন, " হে আব্বাস, হে আমার চাচা ! আমি কি আপনাকে দেব না, আমি কি আপনাকে প্রদান করব না, আমি কি আপনাকে দান করব না ? আমি কি আপনাকে দশটি স্বভাব সম্পর্কে জানাব না, যদি আপনি এগুলো করেন, তবে আল্লাহ আপনার আগের পরের, নতুন পুরাতন, ভুলক্রমে বা স্বেচ্ছায়, ছোট বড়, গোপন প্রকাশ্য সব ধরনের গোনাহ মাফ করে দেবেন! দশটি স্বভাব হলোঃ আপনি চার রাকাত নামাজ পড়বেন। প্রতি রাকাতে সুরা ফাতিহা ও অন্য একটি সুরা পাঠ করবেন। প্রথম রাকাতের ক্বিরাত শেষে আপনি দাঁড়িয়ে পনের বার বলবেন ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ

অর্থ – আল্লাহ পুতঃপবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য । আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আল্লাহ মহান।

এর পর আপনি রুকু করা অবস্থায় এ দোয়া দশ বার পাঠ করবেন। তারপর আপনি আপনার মাথা রুকু থেকে উঠিয়ে এটি দশবার বলবেন। তারপর আপনি সিজদারত অবস্থায় এ দোয়া দশ বার বলবেন। এরপর আপনি সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে এটি দশ বার বলবেন। তারপর আবার সিজদায় গিয়ে এটি দশবার বলবেন। তারপর আপনি সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে এ দোয়া দশ বার বলবেন। আর এভাবে প্রতি রাকাতে পঁচাত্তর বার হল। এভাবে আপনি চার রাকাত নামাজ আদায় করবেন। আপনি সমর্থ হলে প্রত্যেহ একবার এ নামাজ আদায় করবেন, আর যদি আপনি সক্ষম না হন, তবে সপ্তাহে একবার। এতেও যদি আপনি সক্ষম না হন, তবে মাসে এক বার, এতেও সক্ষম না হলে, আপনি আপনার জীবনে একবার এ নামাজ আদায় করবেন।"- (ইবনে মাযাহ)।

এখানে যে স্বভাবের কথা বলা হয়েছে তা ইতিপূর্বে নামাজের নিয়ম হিসাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। এরপর উপরের ২৬টি দোয়া অথবা আরবীতে আরও দোয়া জানা থাকলে সেগুলোও পড়ে এবং তারপর ইচ্ছামত নিজের ভাষায় যে কোন দোয়া করা যায়। এরপর "হে আল্লাহ ! আপনার রহমতের অছিলায় আমার এ দোয়াগুলো কবুল করুন" বলে মোনাজাত শেষ করতে হবে।